প্রসঙ্গ ঃ বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন

মামুনুর রশীদ তথ্য প্রবাহের এই কালে যে কোন টেলিভিশন স্টেশনের পর্দাটিকে মুক্ত করা যে কতটা প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। আমরা সেই পাকিস্তান আমল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের তিরিশ বছর অতিক্রম হবার পরও দুঃখজনকভাবে জাতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবাধ তথ্য প্রবাহ থেকে বঞ্চিত। আমরা অবশ্য অবাধ বলতে স্বেচ্ছাচার বোঝাতে চাই না, যার সুযোগ বিভিন্ন সংবাদপত্র বর্তমানে গ্রহণ করে আমাদের বড় বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালার ক্ষেত্রেও এক ধরনের সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ টেলিভিশনকে কোন অবস্থাতেই একটা স্বাধীন গণমাধ্যম হতে দিচ্ছিল না। আমরা স্বৈরাচারী শাসনামলে বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসি এবং তখনকার তিন জোটের অঙ্গীকারের মধ্যে স্থান পায়।

স্বৈরাচারের পতনের পর তিন জোটের নেত্রী-নেতাদের অঙ্গীকার বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আমিও ব্যক্তিগতভাগে জড়িত ছিলাম। তারপরেও এগারোটি বছর পাড় হয়ে গেল। বিএনপির আমলে তেমন কিছু আমরা আশা করিনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আশার পরই আশাপ্রদভাবে দ্রুত কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কমিটি বহু ভাবনার পর একটি রিপোর্টও পেশ করে। কিন্তু, দেখা গেল অদ্ভুত নীরবতার পর সম্প্রতি এটি বিল আকারে সংসদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিলটির ভিতরে কি আছে তাও আমরা জানি না। পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রবল বিরোধিতার মুখেও সপ্তাহে বিকৃত বাংলায় ডাবকৃত ষোলোটি ভারতীয় সিরিয়াল আমাদের জাতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনে চালানো হচ্ছে। এতে কিন্তু কর্তৃপক্ষের একটা দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা যায়। এদিকে দ্রুত সরকারের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। নানা ধরনের ভাবনাচিন্তার অবকাশও নেই। এমতাবস্থায় বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের বিলটি আমাদের সামনে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্ত্বশাসন এই সরকারী চ্যানেলটিকে সত্যিকার অর্থে মুক্ত না করে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব এবং পুনরায় আন্দোলন করব।